ওঁং

উপদেশমালা

মহাত্মা গুরুনাথ সেনগুপ্ত
কবিরত্ন

(মহাত্মা গুরুনাথ সেনগুপ্ত তাঁহার শিষ্যগণের নিকট যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে সাধারণের উপযোগী উপদেশাবলী সংগৃহীত হইল)

শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন

কর্ত্তৃক

লিখিত পত্রাবলী হতে

সাধারণের উপযোগী

উপদেশ-মালা।

বর্ত্তমান প্রকাশঃ বর্ত্তমান সংস্করণটি গুরুনাথ সেনগুপ্ত স্মৃতি সংগঠন-এর পক্ষ হ'তে আনন্দ চন্দ্র বিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রকাশকালঃ **১৭৩ সত্যাব্দ।**
৩২শে শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ।
১৮ই আগস্ট, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ।

গ্রন্থস্বত্ব©: গুরুনাথ সেনগুপ্ত স্মৃতি সংগঠন, বেন্দা, উপজেলাঃ কালিয়া, জেলাঃ নড়াইল, বাংলাদেশ।

মূল্যঃ

প্রকাশকের নিবেদন।

"উপদেশ-মালা" পুনঃ প্রকাশিত হইল। মহাত্মা গুরুনাথ লিখিত তাঁহার শিষ্যগণের নিকট পত্রাবলী হতে সাধারণে উপযোগী উপদেশাবলী সকলের পরম সম্পদ। মানব জীবনের দিক নির্দেশক এই উপদেশাবলী জীবনের পরম পথ্য।

পূর্ব্বতন সংস্করণকে অবলম্বন করে এই বর্ত্তমান সংস্করণটি মুদ্রিত হ'ল। সকল ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য পরম আরাধ্য গুরুদেবের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। পুস্তকটি গুরুনাথ সেনগুপ্ত স্মৃতি সংগঠন-এর পক্ষ হতে প্রকাশিত হল।

১৭৩ সত্যাব্দ।
৩২শে শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ।
১৮ই আগস্ট, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ।

বিনীত
আনন্দ চন্দ্র বিশ্বাস

ওঁং

গুরুদেব!

"উপদেশ-মালা" পুনঃমুদ্রিত হইল। পারলৌকিক নির্দ্দেশে ভারপ্রাপ্ত সাধক শ্রীদিলীপ কুমার বিশ্বাস মহোদয় কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া শ্রীমান আনন্দ চন্দ্র বিশ্বাস সত্যধর্ম্মের যাবতীয় গ্রন্থাদি প্রকাশনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তাহারই ধারাবাহিকতায় বর্ত্তমান গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল।

মুদ্রাঙ্কনকালে অনবধানতাবশতঃ যদি কোনও স্থানে কোনও রূপ ভাব-বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়া থাকে, পরমারাধ্য গুরুদেব দয়া করিয়া সেই অপরাধের মার্জ্জনা করিবেন।

আপনার সেবকাধম
নিখিল চন্দ্র হীরা

১। প্রগাঢ় পরিশ্রম সহকারে অপরা ও পরা বিদ্যা শিক্ষা কর, যাহাতে বিশুদ্ধ স্বভাব হইতে পার, তাহার জন্য চেষ্টা কর, কু-বাসনা ও অসত্য ব্যবহার একেবারে দূরে নিক্ষেপ কর এবং একান্ত মনে পরাৎপর পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হও; তাহা হইলেই সর্ব্ববিধ মঙ্গল-লাভে সমর্থ হইতে পারিবে।

২। (ক) বিদ্যাশিক্ষা কর।

(খ) গুরুজনের প্রতি ভক্তি কর।

(গ) ঐ ভক্তির সাহায্যে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি করিতে শিক্ষা কর।

(ঘ) একাগ্র হইয়া কার্য্য সম্পন্ন কর।

(ঙ) ধ্যানে নিমগ্ন হও।

(চ) পর দুঃখ নিবারণে, বিশেষতঃ গুরুজনের দুঃখ নিবারণে সর্ব্বদা মনোযোগ কর।

(ছ) গুরুধ্যান-প্রভাবে ভগবানের ধ্যানে সমর্থ হও।

৩। **১ম কর্ত্তব্য** — বিদ্যাশিক্ষা। উত্তমরূপে যাহাতে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পার, তাহার জন্য চেষ্টা কর। প্রত্যেকেরই উত্তমরূপে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করা উচিত। গণিত শাস্ত্রালোচনা না করিলে বুদ্ধি মার্জ্জিত হয় না, এজন্য গণিত শিক্ষাও অবশ্য কর্ত্তব্য। ইতিহাস, ভূগোলের জ্ঞান না থাকিলে মানব জাতির পূর্ব্বাপর অবস্থা এবং পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা জানা যায় না, একারণ উক্ত শাস্ত্রদ্বয়ও অবশ্য পাঠ্য। আর তুমি যখন বাঙ্গালী, তখন তোমার পক্ষে বঙ্গভাষা বিশুদ্ধরূপে শিক্ষা

করাও কর্ত্তব্য। আর যে হিন্দুকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সেই হিন্দুরা যে জগতে কত উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে হইলে সংস্কৃত ভাষা উত্তমরূপে অধ্যয়ন করা একান্ত বিধেয়। অতএব পূর্ব্বোক্ত বিষয়সমূহ উত্তমরূপে শিক্ষা কর।

২য় কর্ত্তব্য — মাতা, পিতা ও অন্যান্য গুরুজনগণের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি করা, স্নেহাস্পদ কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের প্রতি বাৎসল্য করা এবং সুশিক্ষকের প্রতি সসম্মান ব্যবহার করা।

৩য় কর্ত্তব্য — যিনি সৎপথ প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং যাঁহার কৃপায় যথা সময়ে সিদ্ধ হইতে পারিবে, তাঁহার প্রতি আত্মসমর্পণ করা।

৪র্থ কর্ত্তব্য — জগদীশ্বরের প্রতি ভক্তি করা এবং সর্ব্বকার্য্যে তাঁহাকে মনে রাখা। নিরন্তর জগদীশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস করাই জীবের প্রধান কর্ত্তব্য এবং পরিণামে যাহাতে তাঁহাকে পাইতে পারা যায় তদনুরূপ পথে এখন হইতে চলাই বিধেয়। মূলকথা, যখন যে কার্য্যই কর না কেন, সেই অনাথ-নাথ দীনবন্ধুকে কখনও ভুলিও না। যেমন নৃত্যগীতকারী নটগণ দড়ির উপর দিয়া যাইবার ও আসিবার কালে কখনও মস্তকস্থ কলসী ভুলে না, কেননা, তাহা ভুলিলেই পড়িয়া যায়, তদ্রূপ যখন যে কার্য্যই কর না কেন, কখনও জগদীশ্বরকে ভুলিও না। প্রতিক্ষণে জগদীশ্বরকে স্মরণ করাই মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। তোমরা সে কর্ত্তব্য প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইও না।

৪। কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে কোনও ভয় করিও না, তাঁহাতে (পরমেশ্বরে) মতি থাকিলে কোনও কার্য্যই অসম্পাদিত থাকিবে না। বালকদিগের পক্ষে অধ্যয়ন পরম তপস্যা, অতএব ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদনে যেরূপ মনোনিবেশ করিবে, ধর্ম্মের অঙ্গবোধ করিয়া পড়াশুনায়ও তদ্রূপ মনোনিবেশ করিবে। উচ্চশিক্ষা ব্যতীত ধর্ম্মের উচ্চভাব হৃদয়ঙ্গম করা বড়ই কঠিন। বিশেষতঃ অন্যকে বুঝাইতে হইলে ঐ শিক্ষা যে একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

৫। অপরা বিদ্যায় পারদর্শিতা না জন্মিলে পরা বিদ্যা বুঝিতে এবং বুঝাইতে বড় কষ্ট হয়,জানিবে। বিশেষতঃ প্রচার করা যাহার কার্য্য একটা চাপ্‌রাস থাকিলে তাহার কার্য্যের অনেক সুবিধা হয়।

৬। কোনও বিষয় অনুমান দ্বারা বুঝিয়া লইও না, ধর্ম্মবিষয়ের আদেশ, মিলিটারী ডিপার্টমেন্টের আদেশের ন্যায়, নিবৃত্তির আদেশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চালাইতে হয়।

৭। সমর্থ না হইয়া, যে কাহারও উপকার করিতে যায় সে অনিষ্টই করে। দেখ, যে চিকিৎসক শাস্ত্রদর্শী ও বিজ্ঞ না হন, তিনি চিকিৎসা করিতে গিয়া যেমন আরোগ্যের পরিবর্তে বিনাশ আনয়ন করেন, তদ্রূপ প্রকৃত উপকার যে কি তাহা না জানিয়া এবং তাহা সম্পাদনের ক্ষমতা লাভ না করিয়া উহাতে প্রবৃত্ত হইতে নাই, প্রবৃত্ত হইলে ভাল না হইয়া মন্দই হয়।

৮। জগদ্বাসীর মঙ্গল সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমে আত্ম মঙ্গল সম্পন্ন করিতে হয়। আপনার চিত্ত যাহাতে অটল ও বিশ্বাসপূর্ণ হয়, গুরুবাক্যানুসারে সকলই করিতে পারি বলিয়া যখন দৃঢ় জ্ঞান হয়, উপাসনা দ্বারা যখন বিমল আনন্দ লাভ করা যায়, অন্ততঃ এইরূপ না হইলে আত্ম মঙ্গল হইয়াছে বলা যায় না। আত্ম মঙ্গল লাভ হইলে, জগদ্বাসীর যাহার যাহা অভাব, তাহা পূরণের নিমিত্ত বাসনা আপনিই উপস্থিত হয়, কিন্তু তৎকালে কেহ কেহ গুরুবাক্যানুসারে ঐ বাসনাকে সুসংযত করিয়া রাখেন। কারণ তাঁহারা প্রচারে আদিষ্ট নহেন।

৯। যেমন তপোবিঘ্ন হওয়া অনুচিত, তদ্রূপ তোমাদিগের অধ্যয়নের বিঘ্ন যাহাতে না হয়, তাহা করাই কর্ত্তব্য। সৎপথে থাকিলে, সচ্চরিত্র হইলে, একাগ্রতা সহজে হয় সুতরাং বিদ্যালাভও অনায়াসে হইতে পারে।

১০। "জ্ঞানের জন্য অধ্যয়ন" একথা ভুলিওনা। ইন্দ্রিয় সংযম, অধ্যয়ন, অহিংসা ও দয়া এই চারিটী দেহ ও মনের প্রধান কার্য্য। ঈশ্বরোপাসনা, জগতের সকলকে আত্মজ্ঞান, দেহ ও মনে অনাত্মবুদ্ধি এবং জগদ্বীশ্বরে ও লব্ধেশ্বর জনে পূর্ণ নির্ভরতা, এই চারিটী বা ছয়টী জীবাত্মার প্রধান কার্য্য।

১১। যাহার দেহ ও মনের কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই, তাহার পক্ষে জীবাত্মার কার্য্যও সম্পন্ন হইতে পারে না। ঐ সকল কার্য্য সম্পাদন

সময়ে কখনও কখনও পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন লঘু গুরু বিবেচনায় গুরুতরটীকেই আশ্রয় করিতে হয়।

১২। পরম কারুণিক পরমেশ্বরের দর্শন না পাইলে কোনও ব্যক্তিই ধর্ম্ম প্রচারের শক্তি পাইতে পারে না। অথবা পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বর কর্ত্তৃক আদিষ্ট না হইলে কেহই ঐ শক্তি পায় না, কিংবা গুরুমুখে ঐরূপ আদেশ জ্ঞাত হইতে না পারিলে, কেহই প্রচার কার্য্যে সমর্থ হয় না। তবে বিবেচনা করিয়া দেখ যে ঐ পথ পাইবার জন্য কিরূপ হওয়া আবশ্যক। এইত গেল সাধারণ নিয়ম, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি গুরুর প্রতি অসীম ভক্তি করিতে পারে, গুরুর গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে অশ্রুধারায় প্লাবিত বক্ষাঃ হইতে পারে, গুরু যাহা বলেন তাহা অবিচারে (বিচার না করিয়া) সম্পাদন করিতে পারে এবং গুরুকে মূর্ত্তিমান "ঈশ্বর" (কিন্তু পরমেশ্বর নহে) বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে, তবে গুরুর আদেশই তাহার পক্ষে পরম পিতা পরমেশ্বরের আদেশ তুল্য হয়।

১৩। হয় আধ্যাত্মিক জগতে পরমোন্নতি, না হয় উভয় জগতে মধ্যমরূপ উন্নতি না হইলে কাহারও দ্বারা জগতের সবিশেষ উপকার হয় না। ইহা যেন প্রত্যেক সৎ সতীর মনে থাকে।

১৪। অজস্রধারায় সুধাবর্ষণ হইলে ক্ষুদ্র ঘট জালার ন্যায় সুধা ধারণে সমর্থ হয় না। সুতরাং জীবের প্রথম কর্ত্তব্য — হৃদয়ের প্রশস্ততা সাধন। এই সাধনায় সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইলেই মানব জন্মের সার্থকতা সাধন করা

হয়। অনন্তর, জীবত্ব ধ্বংস এবং তৎপরে ভগ্নাংশের অখণ্ড আকারে পরিবর্ত্তন সাধন।

১৫। ধর্ম্ম জগতে উন্নতি লাভ করিবার জন্য বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম, সরলতা, পবিত্রতা ও একাগ্রতা এই ছয়টি গুণ অত্যাবশ্যক জানিবে। বিশ্বাসের অঙ্কুর আত্মায় স্বভাবতঃই আছে। কার্য্য দ্বারা উহার বৃদ্ধি হয়। কিন্তু কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইলেই প্রায়ই এক একটি কঠোর পরীক্ষা হইয়া থাকে। যিনি সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাঁহার বিশ্বাস এরূপ দৃঢ় হয় যে, তাহা কিছুতেই বিচলিত হইতে পারে না। একাগ্রতা, ভক্তি, প্রেম ও বিশ্বাস গুরুধ্যান দ্বারা বর্দ্ধিত হয়। সরলতা ও পবিত্রতা পুরুষকার সাপেক্ষ অর্থাৎ নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করে। তবে যদি দৈবাৎ অজ্ঞাতসারে কোনও গুরুতর পাপ হইয়া পবিত্রতার হানি হয়, তবে তাহা রক্ষাকর্ত্তাই সংশোধন করিয়া দিয়া থাকেন, ইহাই ধর্মের মূল কথা; তদ্ভিন্ন সাধারণের সত্যভাষণ প্রভৃতি যে আবশ্যক তাহা লেখাই বাহুল্য।

১৬। "সম্পত্তি বিষয়ে নিস্পৃহতা" নামে যে গুণের উল্লেখ আছে, উহা না হইলে এবং "ঈশ্বরের চক্ষে উন্নত কিন্তু মানবচক্ষে ঘৃণিত হওয়া" এই গুণ না জন্মিলে আত্মার সম্যক্ উন্নতি হয় না।

১৭। পরমেশ্বরের দয়া ভিন্ন কিছুই হইতে পারে না এবং সাধকেরা যে যে কার্য্য করেন, সে সকলও তাঁহারই করুণায় সম্পন্ন হয়।

১৮। কোনও বিষয়ে ভয় করিও না। গুরুবাক্যে যে পরিমাণে বিশ্বাস দৃঢ় হইবে, তদনুরূপ ফল পাইবে। অর্থাৎ তোমাদিগের বিশ্বাসই তোমাদিগকে ফল দিবে, গুরু উপলক্ষ মাত্র।

১৯। কর্ত্তব্য যতই করিবে, ততই শান্তি পাইবে।

২০। ধর্ম্মজীবনে প্রধান কর্ত্তব্য এই যে, অন্যে অনাদর করিলেও তাহাকে আদর করিতে হইবে। যে ঈশ্বর-বিশ্বাসী, পরলোক বিশ্বাসী তাহাকে কখনও অনাদর করিও না। সে যদি তোমাকে কোনও কটুকথা বলে, তথাপি তাহাকে কটু বলিও না, সে না ভালবাসিলেও তাহাকে ভালবাসিও। ধার্ম্মিকেরা জানেন যে, তাঁহারা জগদ্বীশ্বর[ক] বা ঈশ্বর[খ] বা ঈশ্বরতুল্য কোন কোন মহাত্মা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছেন। সুতরাং তাঁহাদিগের হৃদয়ে অহঙ্কার বা প্রভুত্ব স্থাপনের কামনা থাকিতে পারে না। ইহার ব্যতিক্রমে ধর্ম্ম জীবন কলঙ্কিত হইতে পারে।

২১। এই জগতের সকলই লীলাময়ের লীলা মাত্র, অথবা পরম পরীক্ষকের পরীক্ষা মাত্র। এখানে সর্ব্বদাই পরীক্ষা দিতে হয়। যেমন

[ক] যিনি অনন্ত একত্বের একত্বস্বরূপ বা একীভবন, তিনিই জগদীশ্বর বা পরমেশ্বর।

[খ] অনন্ত গুণনিধি জগৎপতির অনন্ত গুণের কোনও একটি গুণে অনন্তত্ব লাভ করাকে একত্ব কহে। একত্বপ্রাপ্ত সাধক বা পুরুষই ঈশ্বর, পরমেশ্বর বা জগদীশ্বর নহেন, কেন না, কোটী কোটী গুণের একত্বও অনন্ত একত্বের কণামাত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে।

স্কুলে ছাত্রদিগের মধ্যে যাহারা ভাল, তাহারাই পরীক্ষা দিয়া থাকে, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক জগতেও যাহারা ভাল, তাহাদিগেরই সবিশেষ পরীক্ষা হইয়া থাকে। যেমন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া উৎকৃষ্ট বালকের কার্য্য, তদ্রূপ এসকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াও উৎকৃষ্ট সাধকের কর্ত্তব্য।

২২। তুমি দেখিতে পাও যে, যে ব্যক্তি যেরূপ পদার্থের অনুশীলন করে, সে তদ্রূপ অবস্থাপন্ন হয়, সুতরাং যে সত্যস্বরূপের অনুশীলন করে সে সত্যস্বরূপ হইয়া যাবতীয় বিষময় অনৃত হইতে মুক্ত, যে জ্ঞানস্বরূপের অনুশীলন অর্থাৎ উপাসনা করে, সে ক্রমশঃই অজ্ঞান তিমির বিমুক্ত হইয়া অনন্ত জ্ঞানের দিকে প্রধাবিত হয়, যে অনন্তের উপাসক, সে সীমাবদ্ধ বস্তুতে মায়া মমতা রহিত হইয়া স্বয়ং অনন্ত ভাব ক্রমশঃ ধারণ করে, যে আনন্দ স্বরূপের উপাসক, সে ক্রমশঃ দুঃখ-পাশ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করে (যে আনন্দের কণামাত্র লাভার্থে জগৎ লালায়িত রহিয়াছে) এবং যে অমৃত স্বরূপের উপাসক, সে মৃত্যুরূপ ভীমতম যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হয়। ইত্যাদি।

২৩। পার্থিব সুখ–দুঃখ অর্থাৎ অত্যল্পকাল স্থায়ী সুখ ও দুঃখ বাস্তবিকই একান্ত অসার। উহাদের হাত হইতে এড়াইতে হইলে, উহাদের অপেক্ষা অধিকতর আকর্ষক কোনও সুখলাভ করার চেষ্টা আবশ্যক। ঐ চেষ্টা যে পরিমাণে ফলবতী হয়, সেই পরিমাণেই উহাদের হাত হইতে এড়াইতে পারা যায়। মনে কর, কোনও মহাত্মা নিরন্তর পরমেশ্বর দর্শন জনিত পরমানন্দে কালযাপন করিতেছেন, তিনি এই সুখ

ও দুঃখ উভয়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। আবার মনে কর, কোনও উন্নতাত্মা অভেদজ্ঞান ও সোঽহং জ্ঞান জনিত আনন্দে মগ্ন আছেন, অথবা কোনও কঠোর সাধক স্বতোনির্ভরতা বা জ্ঞানামৃত পানে তৃপ্ত হইতেছেন, কিংবা কোনও ভক্ত ভক্তবৎসল পরমেশ্বরের বা তৎপরবর্ত্তী গুরুদেবে পরমা ভক্তি লাভ করিয়া চরিতার্থ হইয়াছেন, ইত্যাদি মহাজনেরাও পার্থিব সুখ ও দুঃখে বিচলিত হন না। অতএব যে যে গুণে ঐ সকল অবস্থা হয়, তৎসমুদায়ের পরমোন্নতিই পার্থিব সুখ ও দুঃখের হাত এড়াইবার উপায়।

২৪। যাহারা দীন ভাবাপন্ন তাহারা এক প্রকার মন্দ নহে, কারণ দৈন্যবোধ থাকিলে সহজেই উদ্ধার পাইতে পারে, কিন্তু যাহারা যৎকিঞ্চিৎ পড়াশুনা করিয়া আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া বোধ করে, তাহারাই প্রকৃত মূর্খ। আবার যাহারা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নিরন্তর মিথ্যা কথা বলে, সত্য গোপন করে, সেই সকল দুরাচারেরা আরও ভীষণ।

২৫। এ জগতে সংযোগ হইলেই বিয়োগ ঘটে, জীবন হইলেই মৃত্যু হয়, মিলন হইলেই বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। যাঁহার ধন তোমাদিগের কাছে ন্যস্ত ছিল, তিনি তাহা স্বয়ং গ্রহণ করিলে এতদ্বিষয়ে অন্যের হাত কি? যদি কিছু হাত থাকে, তাহাও তাঁহারই দত্ত। তিনি যাহাকে নিশ্চয়ই ইহলোক হইতে লোকান্তরে লইবেন, তাহাকে এখানে রাখেন কার সাধ্য? তিনি সাধকদিগকে যে শক্তি দিয়াছেন, তাহা পরিমিত, কিন্তু তাঁহার শক্তি অনন্ত, অসীম, অমেয়। সেই পূর্ণ শক্তির ইচ্ছার প্রতিঘাত করে কার

সাধ্য? অতএব পূর্ব্বলব্ধ পবিত্র জ্ঞানানুশীলন দ্বারা শোক, তাপ হৃদয় হইতে দূরীভূত করিয়া দাও।

২৬। অপরে যতই উপদেশ দান, করুক না কেন, কিছুতেই ইহার নিবৃত্তি হইতে পারে না, কেবল জ্ঞানই শোকার্ণব হইতে উদ্ধারের তরণী স্বরূপ। কারণ, শোক মায়ার বা অজ্ঞানতার কার্য্য, জ্ঞানের উদ্রেকে অজ্ঞানতা দূরীভূত হইলেই শোকের নিবৃত্তি হয়।

২৭। এ জগতে শোকের বশীভূত হইলে কোন ফল নাই, কেবল আত্মমালিন্য জন্য অধঃপাতে যাইতে হয়।

২৮। স্থিরচিত্তে জগদীশ্বরের মঙ্গলময় নাম উচ্চারণ কর। তিনি পরম মঙ্গল বিধাতা, আশু দুঃখকণা দর্শনে হতাশ হইও না। তিনি দুই আনা হরণ করিয়া বার আনা প্রদান করিয়া থাকেন। যদি তাঁহাতে দৃঢ়তা ও অটল বিশ্বাস থাকে, তবেই ঐরূপ দান প্রাপ্ত হয়।

২৯। সেই অনন্ত মঙ্গলময় দয়াময়ের রাজ্যে সর্ব্বকার্য্যই মঙ্গলপ্রসূ, হইতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

৩০। সামান্য আঘাতে বৃক্ষলতাই কাঁপিয়া থাকে, হিমালয় কম্পিত হয় না।

৩১। যদি মূল ঠিক রাখিতে পার অথবা সহস্র কষ্ট স্বীকার করিয়াও মূল বিষয় অক্ষুণ্ন রাখিতে সমর্থ হও, তবে চতুর্দ্দিক হইতে যে সকল বিভীষিকা মুখব্যাদান পূর্ব্বক, গ্রাসোদ্যত হইয়াছে দেখিতেছ, উহারা কেহই কিছু করিতে পারিবে না।

৩২। সাময়িক অর্থ কৃচ্ছ্রতায় তোমরা কেহই অভিভূত হইও না। লক্ষ্য স্থির কর, আবশ্যক দ্রব্য আপনিই গৃহাগত হইবে। যদি লক্ষ্যে সুস্থিরতা না হয়, তবেই জানিবে যে, ক্লেশরাশি আসিয়া আক্রমণ করিবে।

৩৩। কোন বিষয়ে দুশ্চিন্তা করিও না। ভগবান যাহা করেন, মঙ্গলের জন্যই জানিবে। খাদ দূর করিতে হইলেই সোনাকে পোড়াইতে হয়।

৩৪। বলবতী বাসনা না জন্মিলে কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য কার্য্য অপেক্ষা আত্ম সুখ-দুঃখ চিন্তা অধিকতর থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুসম্পন্ন হয় না।

৩৫। যিনি পরম মঙ্গলময় তাঁহাকে ডাক, তাঁহার আশীর্ব্বাদে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে।

৩৬। মনুষ্য চেষ্টা করিতে পারে কিন্তু চেষ্টার সুফল ভগবৎকৃপা ব্যতিরেকে লাভ করা যায় না, এ কারণ যে কোন সদ্ বিষয়ের চেষ্টা কর না কেন, অগ্রে পরমেশ্বরের নাম উচ্চারণ করিবে। তাঁহার কৃপা ভিন্ন কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে না। একাগ্রতা, ঈশ্বর ভক্তি হইতে যেরূপ সহজে হইতে পারে, অন্য কোনও, উপায়ে সেইরূপ হইতে পারে না। অতএব দেখ ঈশ্বর ভক্তির (ঈশ্বরোপাসনার) কি অনির্ব্বচনীয় ফল। উহা কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিয়াই নিবৃত্ত হয় না, উহা দ্বারা পার্থিব উন্নতিরও পরাকাষ্ঠা হইয়া থাকে।

৩৭। বাক্য সংযম কর, হৃদয় সবল ও সদা পবিত্র রাখ, তাহা হইলেই তোমাদিগের শক্তি বলবতী হইবে।

৩৮। কথা রক্ষা করিতে চেষ্টা করা বাক্‌সিদ্ধির প্রধান অঙ্গ।

৩৯। হঠাৎ কোনও কার্য্য করিও না। কোনও একটী বিষয় অবলম্বনের পূর্ব্বে অনেক বিচার করা আবশ্যক, হঠাৎ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। যদি হঠাৎ গ্রহণ করাও হয়, তথাপি উহার আদ্যন্ত না বুঝিয়া ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে।

৪০। রাতারাতি বড় মানুষ হইবার চেষ্টা করিলে অনেক সময় দারিদ্র্যের অন্তিম সীমায়ও যাইতে হয়। দিবারাত্রি খাবারের চেষ্টা না করিয়া প্রতিক্ষণ ঈশ্বর প্রাপ্তির চেষ্টা কর, তবেই রোগ, শোক, তাপ, সন্তাপ, অভাব সকল কষ্টেও শান্তি পাইবে। তোমরা যে ভাবে শান্তি চাও উহা প্রকৃত ভাবের বিপরীত।

৪১। চিকিৎসা ত্রিবিধ — ১ম আধ্যাত্মিক,
২য় মানসিক,
৩য় শারীরিক,

১ম টার ভার লন গুরু। ২য় টার মানুষের নিজের হাতে, এবং ৩য় টার ভার পার্থিব চিকিৎসকের হাতে। সুতরাং পার্থিব চিকিৎসার যেন ত্রুটি না হয়। কিছুদিন সাবধানে থাকিলেই সকল রোগ দূর হইবে, ভয় নাই।

৪২। স্ত্রী জাতি আশু উন্নতি ও আশু অবনতি লাভ করে। ইহা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই। কিন্তু যদি পুরুষ দৃঢ়তর হয়, তবে অবনতির পরে পুনরায় উন্নতি লাভ করিতে পারে। আর যদি পুরুষ অণুমাত্রও টলে তবে উহাদের কিছুই হয় না, পুরুষের তো সর্ব্বনাশ!

পতিগত প্রাণা সতী রমণীরা এ জগতে সকল দুর্লভ বস্তুই পাইতে পারেন।

* একাধিক পিতা কভু না হয় কখন
একাধিক মাতা হয় যখন তখন
মাতা পিতা দুয়ে মিলি ঘটে যে রতন,
দুর্লভ দুর্লভ তাহা দুর্লভ সে ধন।
অনন্ত একত্ব হেন যে ধন স্বরূপ
অপরূপ সেইরূপ অরূপ সরূপ
সে রূপের রূপ তুমি ভাব মনে মনে
সেরূপ অরূপ তিনি বুঝিবে যতনে
অরূপ যাহার ভাব সেরূপ সরূপ
ইহার বর্ণনা তাই অতি অপরূপ
তাই সাধু মহাশয় মহোদয়গণ
অনির্ব্বাচ্য বলি তারে করে নিরূপণ[১]॥

---

[১] এই অংশটুকু কোন চিঠি হইতে সংগৃহীত নহে, গুরুদেবের লিখিত একখণ্ড কাগজে লেখা পাওয়া গিয়াছে। হারাইয়া যাইতে পারে বিধায় এখানে মুদ্রণ করা হইল।

৪৩। কখনও কাহারও নিন্দা করিও না। জগতে কেহই নিন্দনীয় নহে, পাপই নিন্দনীয়, পাপী নিন্দনীয় নহে। পুণ্যাত্মার নিন্দা করা যে ঘোরতর অপরাধ, তাহা বলাই বাহুল্য, নিন্দাকারীদিগের সংস্পর্শ করিও না, কারণ মহাকবি কালীদাস বলিয়াছেন যে—

ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে
শৃণোতি তস্মাদপি যঃ সঃ পাপভাক্ ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মহৎ লোকের নিন্দা করে, সে যে কেবল পাপভাগী হয় তাহা নহে, তাহার নিকট হইতে উহা যে গ্রহণ করে, সেও পাপভাগী হয়।

৪৪। কৃতজ্ঞতা পরম ধন, যিনি তোমার অণুমাত্র উপকার করিয়াছেন, চিরকাল তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। এ কারণ পিতা, মাতা, শিক্ষক প্রভৃতি এবং এক গুরুর শিষ্যগণের মধ্যে পূর্ব্ব ব্যক্তিগণ কৃতজ্ঞতার পাত্র। মাতাপিতার প্রতি ভক্তির ত্রুটি করিও না, যত্নের লাঘব যেন হয় না এবং তাহাদিগের অবাধ্য হইও না। নিরন্তর এই জন্মের মাতাপিতার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে বিস্মৃত হইও না।

৪৫। জীবহিংসা করিতে নিবৃত্ত থাকিবে। অজ্ঞানকৃত হিংসা করা হইলে, অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা ও ত্রাণ প্রার্থনা করিবে, জীব-পীড়ন ও জীব ধ্বংস উভয়ই জীব হিংসা শব্দের অর্থ।

৪৬। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, পশু পক্ষীকেও অকারণ ভয় প্রদর্শন করিবে না, তাহাদিগকে স্নেহ করিবে।

৪৭। যিনি অনন্ত জগতের অধিপতি, সেই পরম পিতার কোনও কোনও বিষয়ের প্রতিনিধিত্ব রাজা করিতেছেন, অতএব সর্ব্বান্তঃকরণে রাজার প্রতি ভক্তি করিবে। অভিনিবেশ সহকারে বিচার করিলে প্রতীতি হইবে যে, যাঁহারা আমাদিগকে অসৎ পথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া সৎপথে পরিচালিত করেন, যাঁহারা আমাদিগের উন্নতি সাধনে নিরন্তর ব্যাপৃত, সুতরাং যাঁহারা আমাদিগের ভক্তিভাজন, তাঁহারাই গুরু বলিয়া অভিহিত। রাজা আমাদিগকে অসৎ পথ হইতে নিবৃত্ত ও সৎপথে পরিচালিত করিতেছেন এবং আমাদিগের উন্নতির জন্য বিবিধ অনুষ্ঠানে নিরন্তর ব্যাপৃত রহিয়াছেন সুতরাং রাজা আমাদিগের ভক্তির পাত্র ও গুরুজন। এই কারণে রাজার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। রাজভক্তি না থাকিলে অনন্ত জগতের রাজা পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস করা অসাধ্য।

৪৮। সর্ব্বদা পবিত্রভাবে কালযাপন করিবে, কোনও কু-বাসনা করিবে না ও কুৎসিত ভাবোদ্দীপক গ্রন্থ পড়িবে না। সর্ব্বদা ক্রোধ বেগ নিবারণে যত্নবান হইবে। যাহাতে শুক্রক্ষরণ হয় বা হইতে পারে, এরূপ কার্য্য করিবে না ও চিন্তাও করিবে না।

৪৯। সর্ব্বদা জগদীশ্বরের নাম কর, অভিমানের ও মায়ার কঠোর দুশ্ছেদ্য বন্ধন ছেদন কর, জগতে জ্ঞানধর্ম্ম প্রচার কর, আপনাকে তৃণ হইতে সুনীচ চিন্তা কর, তাহা হইলেই পরম মঙ্গল লাভ হইবে। যে ঋণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, অগ্রে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত কর, পরে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ঋণ পরিশোধ করিও।

৫০। সর্ব্বদা জগদীশ্বরের গুণকীর্ত্তন কর, নীচাত্মারা যদিও কখনও কখনও আগমন করে, তাহাও তোমাদের মঙ্গলের জন্য জানিবে। কারণ উহাও উন্নতির পরিচায়ক এবং বিশ্বাসের চিহ্ন।

৫১। স্নেহঃ পাপমাশঙ্ক্যতে। অর্থাৎ স্নেহের ধর্ম্ম এই যে উহা সর্ব্বদাই অনিষ্টাশঙ্কা করে।

৫২। যাহা পৃথিবী ছাড়িয়া ঊর্দ্ধে যাইতে চায়, পৃথিবী তাহাকে টানিয়া নামাইতে প্রবৃত্ত করে। এইটী জড় প্রকৃতির নিয়ম, তাহাকেই মাধ্যাকর্ষণ কহে। সামাজিক জগতেও যে ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে ক্ষুদ্র সমাজ হইতে উচ্চতর স্থানে যাইতে চায়, ক্ষুদ্র মানব সমাজ তাহাকে টানিয়া রাখিতে চেষ্টা করে, তাহার কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মায়।

৫৩। অনন্ত ন্যায়বান পরমেশ্বরের রাজ্যে দণ্ডের উপযুক্ত কার্য্য করিয়া দণ্ড না পায় এমন আত্মা নাই।

৫৪। এ যে অনন্ত ন্যায়পরায়ণের রাজ্য, ইহাতে অনন্ত দয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত ন্যায় ঘুরিতেছে, কাহার সাধ্য, একবিন্দুও অপকর্ম্মে পদার্পণ করিয়া সারিয়া যায়।

৫৫। বহু সন্তানের জননীর কথা দূরে যাউক, একমাত্র পুত্রের মাতার হাতেও কিছু মূলধন থাকা আবশ্যক।

৫৬। তোমার কার্য্য তুমি কর, কেহ কাহারও কর্ম্মের ফল পায় না।

৫৭। পীড়া কি? যে ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করে, পীড়া কি তাহার কার্য্যের ব্যাঘাত করিতে পারে? পীড়ায় দেহ খারাপ করিতে পারিলেও উহা আত্মাকে স্পর্শ করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন নহে। সর্ব্বদা মনঃ প্রাণ পরমাত্মায় সমর্পণ করিয়া রাখিও, তৎবিষয়ে একান্ত পক্ষে অসমর্থ হইলে গুরুতে সংস্থাপিত করিয়া রাখিও। কখনও কোন কুৎসিত বিষয়ের আলোচনায় যোগ দিও না।

৫৮। গুরুপূজা যাহা বুঝ, তাহাই কর। তাহাতেই এখনকার কাজ হইবে। ভক্তি থাকিলে বাহ্যপূজার প্রয়োজন থাকে না। পূজার প্রধান উপকরণ ভক্তি, বিশ্বাস ও একাগ্রতা।

৫৯। যিনি অনন্তপ্রায় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা, তিনি যত দিন যাহাকে রক্ষা করেন, ততদিন তাহাকে কেহই কিছু করিতে পারে না। তিনি রক্ষা করিলে বজ্রাঘাতেও মৃত্যু হয় না। আর তিনি যখন নষ্ট করেন, তখন কুশাঘাতেও লোক মারা যায়। যেখানেই যাইবে, সর্ব্বত্রই তাঁহার রাজ্য, সর্ব্বত্রই তিনি কর্ত্তা; সুতরাং রক্ষা পাইবার জন্য একমাত্র উপায় তাঁহাকে ধরা। যেমন যাঁতার মধ্যে যত ছোলাদি পড়ে, সকলই পিষিয়া যায়, কেবল যে কয়টা খিল ধরিয়া থাকে, সেই কয়টা পিষিয়া যায় না। সেইরূপ আকাশ ও পৃথিবী যাঁতার দুইখণ্ড, ইহার মধ্যে যত আছে সকলই পিষিত হইবে; কেবল যাহারা খিল ধরিয়া থাকিবে অর্থাৎ ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া থাকিবে, তাহারাই রক্ষা পাইবে। পার্থিব বিষয়ের জন্য ব্যাকুল না হইয়া অনন্ত সুখের উৎস ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হও এবং তাঁহার আদিষ্ট সাধকের প্রতি বিশ্বাস কর ও তাঁহার শরণাপন্ন হও এবং

তিনি যাহা বলেন বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন কর, দেখিবে কোনও যন্ত্রণা থাকিবে না।

৬০। সত্যধর্ম্মের জ্যোতিঃ মধ্যাহ্ন ভাস্কর অপেক্ষা শত শত গুণে উজ্জ্বল, ইহার জয় পতাকা অবশ্যই জগতে উড্ডীন হইবে।

ওঁং

সমাপ্ত